তথ্য অবমুক্তকরণ নির্দেশিকা, ২০১৫
(তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর আলোকে প্রণীত)

তথ্য মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়
ঢাকা

মুখবন্ধ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধানে ৩৯নং অনুচ্ছেদে নাগরিকদের চিন্তা, বিবেক ও বাক স্বাধীনতা অন্যতম মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃত। সুতরাং তথ্য প্রাপ্তির অধিকার নাগরিকের মৌলিক অধিকারের অবিচ্ছেদ্য অংশ। ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ-কে ডিজিটাল প্রযুক্তি ভিত্তিক একটি মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে উন্নীত করার প্রত্যয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উদ্যোগে তথ্য মন্ত্রণালয় কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম সম্পন্ন করেছে। তারই একটি হচ্ছে বর্তমান সরকার কর্তৃক এপ্রিল ৬, ২০০৯ তারিখ তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ প্রণয়ন ও জাতীয় সংসদে পাশকরণ। তথ্যের অবাধ প্রবাহ এবং জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিত করার জন্য তথ্য কমিশন গঠন করা হয়েছে। আইনের কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য তথ্য কমিশন কর্তৃক ইতোমধ্যে 'তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯' এবং তথ্য অধিকার সংক্রান্ত তিনটি প্রবিধানমালাও প্রণীত হয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে সরকারের উন্নয়ন ও জনকল্যাণমূলক কর্মকান্ডের তথ্য গণমাধ্যমের সহায়তায় অবহিত করে জনগণকে সচেতন, উদ্বুদ্ধ ও সম্পৃক্ত করা তথ্য মন্ত্রণালয়ের প্রধান লক্ষ্য। তথ্য অধিকার আইনকে আরও গণমুখী করার লক্ষ্যে তথ্যের অবাধ প্রবাহের উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৬ ধারা এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রকাশ ও প্রচার) প্রবিধানমালা, ২০১০ এর সাথে সংগতি রেখে তথ্য মন্ত্রণালয় স্বপ্রণোদিত হয়ে এই 'তথ্য অবমুক্তকরণ নির্দেশিকা, ২০১৫' প্রণয়ন করেছে।

আশা করি, এই নীতিমালা তথ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্য প্রদান কার্যক্রম সহজ করবে এবং সরকারি ও বেসরকারি সংগঠনের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি, দুর্নীতি হ্রাস ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা, জনগণের চিন্তা, বিবেক ও বাক স্বাধীনতার সাংবিধানিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে।

২৮.৯.২০১৫

(মরতুজা আহমদ)
সচিব
তথ্য মন্ত্রণালয়

সূচিপত্র

বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা নং
মুখবন্ধ	২
১। তথ্য অবমুক্তকরণ নির্দেশিকার পটভূমি ও প্রয়োজনীয়তা	৪
(১) তথ্য অবমুক্তকরণ নির্দেশিকা প্রণয়নের যৌক্তিকতা/উদ্দেশ্য	৪
(২) নির্দেশিকার শিরোনাম	৪
২। নির্দেশিকার ভিত্তি	৫
(১) প্রণয়নকারী কর্তৃপক্ষ	৫
(২) অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	৫
(৩) অনুমোদনের তারিখ	৫
(৪) নির্দেশিকার বাস্তবায়নের তারিখ	৫
(৫) নির্দেশিকার প্রযোজ্যতা	৫
৩। সংজ্ঞাসমূহ	৫
(১) তথ্য	৫
(২) দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	৫
(৩) বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	৫
(৪) আপিল কর্তৃপক্ষ	৫
(৫) তৃতীয় পক্ষ	৫
(৬) তথ্য কমিশন	৫
(৭) তঅআ, ২০০৯	৫
(৮) তঅবি, ২০০৯	৫
(৯) কর্মকর্তা	৫
(১০) তথ্য অধিকার	৫
(১১) আবেদন ফরম	৫
(১২) আপিল ফরম	৫
(১৩) পরিশিষ্ট	৫
৪। তথ্যের ধরণ এবং ধরণ অনুসারে তথ্য প্রকাশ ও প্রদান পদ্ধতি	৫
(১) স্ব-প্রণোদিতভাবে প্রকাশযোগ্য তথ্য	৬
(২) চাহিদার ভিত্তিতে প্রদানযোগ্য তথ্য	৬
(৩) প্রদান ও প্রকাশ বাধ্যতামূলক নয় এমন তথ্য	৬
৫। তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা	৭
(১) তথ্য সংরক্ষণ পদ্ধতি	৭
(২) তথ্য সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনা	৭
(৩) তথ্যের ভাষা	৭
(৪) তথ্যের হালনাগাদকরণ	৭
৬। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ	৭
৭। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার দায়িত্ব ও কর্মপরিধি	৮
৮। বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ	৯
৯। বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার দায়িত্ব ও পরিধি	৯
১০। তথ্যের জন্য আবেদন, তথ্য প্রদানের পদ্ধতি ও সময়সীমা	৯
১১। তথ্যের মূল্য ও মূল্য পরিশোধ	১০
১২। আপিল দায়ের ও নিষ্পত্তি	১০
(১) আপিল কর্তৃপক্ষ	১০
(২) আপিল পদ্ধতি	১১
(৩) আপিল নিষ্পত্তি	১১
১৩। তথ্য প্রদান অবহেলায় শাস্তির বিধান	১১
১৪। জনগুরত্বপূর্ণ বিষয়ে প্রেস বিজ্ঞপ্তি	১২
১৫। নির্দেশিকার সংশোধন	১২
১৬। নির্দেশিকার ব্যাখ্যা	১২
১৭। পরিশিষ্ট	১৩-২০

১। তথ্য অবমুক্তকরণ নির্দেশিকার পটভূমি ও প্রয়োজনীয়তা :

তথ্য মন্ত্রণালয় গুরত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়ের মধ্যে অন্যতম এবং তথ্যই হচ্ছে জনগণের ক্ষমতায়নের হাতিয়ার। সরকারের উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড, জাতীয় ইতিহাস-ঐতিহ্য-সংস্কৃতি ও জনকল্যাণমূলক তথ্য গণমাধ্যমের সহায়তায় অবহিতকরণের মাধ্যমে জনগণকে সচেতন, সম্পৃক্ত ও উদ্বুদ্ধকরণ এবং জনগণের তথ্য প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত করা তথ্য মন্ত্রণালয়ের প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। ১৪টি দপ্তর ও সংযুক্ত সংবিধিবদ্ধ সংস্থার মাধ্যমে এ মন্ত্রণালয় সরকারের যাবতীয় উন্নয়নমূলক ও কল্যাণকর কার্যক্রমের তথ্য জনগণের কাছে পৌঁছে দিচ্ছে। পাশাপাশি জনগণের আশা আকাঙ্খা ও মতামত সরকারকে অবহিত করে সরকার ও জনগণের মধ্যে সেতুবন্ধ রচনা করছে। এ ছাড়া বহির্বিশ্বে প্রচার কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বিদেশের ৬টি গুরুত্বপূর্ণ শহরে প্রেস উইং রয়েছে। তথ্য মন্ত্রণালয় প্রচার নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, গণমাধ্যমে প্রকাশিত জনমত সরকারকে অবহিতকরণ এবং গণমাধ্যমে সরকারি তথ্য সরবরাহের মাধ্যমে সরকার, জনগণ ও গণমাধ্যমের মধ্যে নিত্য সম্পর্কের সেতু স্থাপন,গণমাধ্যমে বাংলাদেশ সরকারের নীতি ও কার্যক্রমের প্রচার ও সংরক্ষণ, দেশ-বিদেশের সংবাদ সংগ্রহ ও পরিবেশন, রাষ্ট্রীয় গুরত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গের দেশ-বিদেশের অনুষ্ঠান, সফরের মিডিয়া কাভারেজ, প্রেস ব্রিফিং/কনফারেন্স সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলি সম্পাদন, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও বিদেশে বাংলাদেশ মিশনসমুহের প্রচার কার্যক্রম, সিনেমাটোগ্রাফিক চলচ্চিত্র প্রদর্শনের অনুমতি প্রদান এবং প্রয়োজন অনুসারে সময় সময় বিভিন্ন আইন, বিভিন্ন নীতিমালা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও যুগোপযোগীকরণসহ অন্যান্য কাজ করে থাকে।

(১) তথ্য অবমুক্তকরণ নির্দেশিকা প্রণয়নের যৌক্তিকতা/উদ্দেশ্য

গণতন্ত্র ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি সরকারি কর্মকান্ডের জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে তথ্যের অবাধ প্রবাহ একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। তথ্য আদান প্রদানের মাধ্যমে সরকার ও জনগণের মধ্যে সেতুবন্ধ স্থাপনে তথ্য মন্ত্রণালয় মূল ভূমিকা পালন করে থাকে। একবিংশ শতাব্দীতে উন্নয়নে প্রধান নিয়ামক শক্তি হচ্ছে তথ্য। তথ্য জানা নাগরিকের মৌলিক ও সাংবিধানিক অধিকার। তথ্য মন্ত্রণালয় জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিত করতে তথ্য অধিকার আইন চালুসহ বহুমূখী উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করেছে।

তথ্য অধিকার গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে আরো সুসংহত করার অন্যতম শর্ত। তথ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্য জনগণের কাছে উম্মুক্ত হলে এ মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম সম্পর্কে জনগণের সন্দেহ ও অবিশ্বাস দূর হবে। এতে মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমে স্বচ্ছতা এবং জনগণের কাছে সকল কাজের জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠিত হবে।

মন্ত্রণালয়ের অবাধ তথ্য প্রবাহের চর্চার ক্ষেত্রে কোন দ্বিধাদ্বন্দের সৃষ্টি না হয়, সেজন্য একটি তথ্য অবমুক্তকরণ নির্দেশিকা প্রণয়ন আবশ্যক বলে মনে করছে তথ্য মন্ত্রণালয়। সুতরাং তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯, 'তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯' ও এতদ্‌সংক্রান্ত প্রবিধানমালার আলোকে এবং তার সঙ্গে সাজুয্যতা সাপেক্ষে এই তথ্য অবমুক্তকরণ নির্দেশিকা প্রণয়ন করা হলো

(২) নির্দেশিকার শিরোনাম :

এই নির্দেশিকা তথ্য মন্ত্রণালয়ের 'তথ্য অবমুক্তকরণ নির্দেশিকা, ২০১৫' নামে অবহিত হবে।

২। নির্দেশিকার ভিত্তি :

(১) প্রণয়নকারী কর্তৃপক্ষ : তথ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।
(২) অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ :
সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

(৩) অনুমোদনের তারিখ : ....
(৪) নির্দেশিকা বাস্তবায়নের তারিখ : অনুমোদনের তারিখ থেকে।
(৫) নির্দেশিকার প্রযোজ্যতা : নির্দেশিকাটি তথ্য মন্ত্রণালয়ের জন্য প্রযোজ্য হবে এবং অধীনস্থ দপ্তর/অধিদপ্তর/সংস্থার জন্যও প্রযোজ্য হবে।

৩। সংজ্ঞাসমূহ : বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোনো কিছু না থাকলে এ নির্দেশিকায়

(১) 'তথ্য' অর্থ তথ্য মন্ত্রণালয়ের গঠন, বিধি, দাপ্তরিক ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট যে কোনো স্মারক, হিসাব বিবরণী, প্রতিবেদন, পত্র, নমুনা, দলিল, বিজ্ঞপ্তি, আদেশ লগ-বই, উপাত্ত-তথ্য, চুক্তি, মানচিত্র, নকশা, বই, ইলেকট্রনিক প্রক্রিয়ায় প্রস্তুতকৃত যে কোনো দলিল, ফিল্ম, অংকিত চিত্র, ভিডিও, অডিও অলোকচিত্র, প্রকল্প প্রস্তাব, যান্ত্রিকভাবে পাঠযোগ্য দলিল এবং ভৌত গঠন ও বৈশিষ্ট নির্বশেষে অন্য যে কোনো তথ্যবহুল বস্তুর অনুলিপি বা প্রতিলিপিও এর অন্তর্ভুক্ত হবে। তবে শর্ত থাকে যে, দাপ্তরিক নোটশিট বা নোটশিটের প্রতিলিপি এর অন্তর্ভুক্ত হবে না।

(২) 'দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা' অর্থ তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-১০ এ অধীন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিযুক্ত কর্মকর্তা।

(৩) 'বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা' অর্থ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার অনুপস্থিতিতে সংশ্লিষ্ট দায়িত্ব পালনের জন্য নিযুক্ত কর্মকর্তা।

(৪) 'আপিল কর্তৃপক্ষ' অর্থ তথ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব।

(৫) 'তৃতীয় পক্ষ' অর্থ তথ্যপ্রাপ্তির জন্য অনুরোধকারী বা তথ্য প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ ব্যতীত অনুরোধকৃত তথ্যের সঙ্গে জড়িত অন্য কোনো পক্ষ।

(৬) 'তথ্য কমিশন' অর্থ তঅআ, ২০০৯ এর ধারা ১২ এর অধীনে প্রতিষ্ঠিত তথ্য কমিশন।

(৭) 'তঅআ, ২০০৯' অর্থ তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯।

(৮) 'তঅবি, ২০০৯' অর্থ তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯।

(৯) 'কর্মকর্তা' অর্থে গণপ্রজাতন্ত্রের কর্মচারীও অন্তর্ভুক্ত হবে।

(১০) 'তথ্য অধিকার' অর্থ কোনো কর্তৃপক্ষের নিকট হতে তথ্য প্রাপ্তির অধিকার।

(১১) 'আবেদন ফরম' অর্থ তঅবি, ২০০৯ এর তফসিলে নির্ধারিত আবেদনের ফরমেট ফরম 'ক' বোঝাবে।

(১২) 'আপিল ফরম' অর্থ তঅবি, ২০০৯-এর তফসিলে নির্ধারিত আপিল আবেদনের ফরমেট 'গ' বোঝাবে।

(১৩) 'পরিশিষ্ট' অর্থ এই নির্দেশিকার সঙ্গে সংযুক্ত পরিশিষ্ট।

৪। তথ্যের ধরণ এবং ধরণ অনুসারে তথ্য প্রকাশ ও প্রদান প্রদ্ধতি;

তথ্য মন্ত্রণালয়ের সমুদয় তথ্য নিম্নোক্ত ৩ শ্রেণীতে ভাগ করা হবে এবং নির্ধারিত বিধান অনুসারে তা প্রদান ও প্রকাশ করা হবে।